বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড এর গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০৮

তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ
www.berc.org.bd

আদেশ সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২	আবেদনের প্রাথমিক যাচাই	১
৩	কমিশন কর্তৃক আবেদনটি অনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৪	আবেদন মূল্যায়ন	২
৫	গণশুনানি	৩
৬	শুনানি-পরবর্তী মতামত	৫
৭	কমিশনের পর্যালোচনা	৬
৮	রাজস্ব চাহিদা	৭
৯	কমিশনের আদেশ	৮
১০	কমিশনের নির্দেশ	৯

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০৮
তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বিষয় ঃ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড এর ১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ।

অনুচ্ছেদ-০১ ঃ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

১(১) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)এর লাইসেন্সী। জিটিসিএল তাদের পত্র নং-২৮.১৪.০০০০.১৫৫.০৫.০০১.১৪/২১২৩ তারিখ ১২ নভেম্বর ২০১৪ এর মাধ্যমে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রতি ঘনমিটারে যথাক্রমে ০.৪৭, ০.৭৩ ও ০.৭৫ টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করে।

১(২) আবেদনে প্রস্তাবিত গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পুনর্নির্ধারণে বিইআরসি গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে জিটিসিএল উল্লেখ করে।

অনুচ্ছেদ-০২ ঃ আবেদনের প্রাথমিক যাচাই

২(১) জিটিসিএল এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ স্থির করার লক্ষ্যে বিইআরসি আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী বিইআরসি অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং জিটিসিএল ও আগ্রহী স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই পর্যায়ে আবেদনটির প্রাথমিক যাচাই করে বিইআরসি ঘাটতি কাগজপত্র/তথ্যাদি জমা দেয়ার জন্য জিটিসিএল-কে পত্র প্রেরণ করে।

২(২) কমিশন আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য কারিগরী মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করে।

অনুচ্ছেদ-০৩ ঃ কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৩(১) ঘাটতি কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রাপ্তির পর ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের কমিশন সভায় কমিশন আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং তা মূল্যায়নের জন্য TEC-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩(২) কমিশন TEC-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন পাওয়ার পর জিটিসিএল এর আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় গণশুনানি অনুষ্ঠানের সময় ধার্য করে এবং তা প্রচারের জন্য বিইআরসি সচিবালয়কে নির্দেশ প্রদান করে। কমিশন TEC-কে উক্ত সময়ের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন সম্পন্নের নির্দেশ প্রদান করে।

অনুচ্ছেদ-০৪ ঃ আবেদন মূল্যায়ন

৪(১) TEC সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালায় বর্ণিত পদ্ধতি (metholodogy) অনুযায়ী আবেদনটি মূল্যায়ন করে। প্রদত্ত সূচক (indicator) অনুসরণ করে cost of service বিবেচনায় রাজস্ব চাহিদা (revenue requirement) নিরূপণ করে সঞ্চালন সেবা রেট নির্ণয় করে।

৪(২) জিটিসিএল আবেদনে বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন পাইপলাইন প্রকল্পকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নির্ণয় করে এর ওপর ১০% রিটার্ণ দাবী করে। প্রকল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা মোতাবেক হিসাবভুক্ত না হওয়ায় TEC তা বিবেচনা করেনি।

৪(৩) জিটিসিএল আবেদনে WPPF (Worker Profit Participation Fund) খাতে provision বিবেচনা করে রাজস্ব চাহিদা দাবী করে। জিটিসিএল-কে কস্টপ্লাস ভিত্তিতে পরিচালনা বিবেচনা করায় এবং WPPF মুনাফা নির্ভরশীল হওয়ায় TEC রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে খরচের খাত হিসেবে তা পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

৪(৪) জিটিসিএল আবেদনে asset এর ওপর ১০% হারে মুনাফা দাবী করে। জিটিসিএল সরকারি মালিকানাধীন হওয়ায় TEC সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের ২ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল নিলামের (জানুয়ারী ২০১৫) হারকে বিবেচনায় নিয়ে return on equity হিসেবে সরকারের ১০০% মূলধনের ওপর ৮.৫০% হারে লভ্যাংশ বিবেচনা করে।

৪(৫) TEC বিগত ব্যয়ের ধারা পর্যালোচনা করে জনবল খরচ (employee expenses), অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ (office and other direct expenses) এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (repairs and maintenance) খাতসমূহে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের খরচের সঙ্গে যথাক্রমে ৫%, ৬% ও ৬% যোগ করে বিবেচনা করে। পেট্রোবাংলা'কে প্রদেয় service charge খাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের ব্যয় অপরিবর্তিত রাখে। এছাড়া loss on foreign currency transaction খাতে ০.০২ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করে।

৪(৬) TEC জিটিসিএল এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাবকে test year বিবেচনা করে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের proforma adjustment হিসাব তৈরী করে। Proforma adjustment হিসাব অনুযায়ী জিটিসিএল-কে কস্ট প্লাস ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে চলতি পরিচালন রাজস্বের (current operating revenue) পরিমাণ ৭,১৭৬.৮০ মিলিয়ন টাকা এবং সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ (recommended revenue requirement) ৩,৬৮৩.৯৩ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করে। এ বিবেচনায় সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা থেকে চলতি পরিচালন রাজস্ব ৩,৪৯২.৮৭ মিলিয়ন টাকা বেশী। সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী জিটিসিএল-এর সঞ্চালন সেবার রেট দাড়ায় ০.২০ টাকা/ঘনমিটার। এর মধ্যে ০.১৩ টাকা/ঘনমিটার গ্যাস সঞ্চালন সেবা হতে এবং অবশিষ্ট ০.০৭ টাকা/ঘনমিটার কনডেনসেট সঞ্চালন সেবা এবং interest খাত হতে আয় হবে। নিরূপিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে TEC প্রাথমিক বিবেচনায় সঞ্চালন ট্যারিফ ০.১৩ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণই যথেষ্ট বিবেচনা করে, যা বিদ্যমান সঞ্চালন ট্যারিফ ০.৩২ টাকা/ঘনমিটার হতে ০.১৯ টাকা/ঘনমিটার কম।

অনুচ্ছেদ-০৫ ঃ গণশুনানি

৫(১) কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে কমিশন সচিব বিইআরসি ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় জিটিসিএল কর্তৃক দাখিলকৃত গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে। এছাড়া বিইআরসি'র ০১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/গ্যাস-১২/সঞ্চালন ও বিতরণ/০০০২ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনে অনুষ্ঠিতব্য গণশুনানিতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করা ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৫(২) ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ সকাল ১০.০০টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এ আর খান এর সভাপতিত্বে বিইআরসি এর শুনানি কক্ষে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ, প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ মাকসুদুল হক এবং জনাব রহমান মুরশেদ শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন। কমিশনের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশন আইনের ধারা ১২(৪) এ বর্ণিত শুনানি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোরাম পূর্ণ হয়।

৫(৩) শুনানিতে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে পেট্রোবাংলা, আবেদনকারী জিটিসিএল, কনজুমারস এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর ড. শামসুল আলম, ড. নুরুল ইসলাম, বাপেক্স এর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জামাল উদ্দিন, বিজিএমইএ এর জনাব আতাউর রহমান, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির এডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী, ডিসিসিআই এর জনাব হোসেন আলী, নাগরিক ঐক্যের জনাব ইফতেখার আহমেদ বাবু, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণসংহতি

আন্দোলনের জনাব জোনায়েদ সাকি, গণ ফোরামের এর জনাব মোস্তাক আহমেদ এবং জনাব শফিউর রহমান খান বাচ্চু, অটোরিরোলিং মিলস এ্যাসোসিয়েশন এর জনাব রেজাউল ইসলাম, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের জনাব মোহাম্মদ আলী, সিএনজি ফিলিং এবং কনভারর্সন ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, ক্যাপটিভ পাওয়ার এ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫(৪) স্বাগত ভাষণে কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক দিকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির ধাপওয়ারী পদ্ধতিসমূহ উপস্থিত সকলের অবগতি ও পালনীয় হিসেবে বর্ণনা করেন। বিচারিক প্রক্রিয়ায় গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (just and reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব জিটিসিএল কর্তৃপক্ষের মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। শুনানিতে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জেরা পর্বে উভয় পক্ষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে হবে। জেরার ভাষা হবে মার্জিত ও শালীন। কোন আক্রমণাত্মক কথাবার্তা, আচরণ ও ভাব-ভঙ্গি প্রদর্শন করা যাবে না এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার করতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে তর্ক-বিতর্কে প্রাঞ্জল ভাষা প্রয়োগ করতে হবে। কোনোভাবেই বিচারিক প্রক্রিয়া ক্ষুন্ন করা যাবে না। এ পর্যায়ে কমিশনের চেয়ারম্যান শুনানির জেরাপর্ব সূচনার লক্ষ্যে জিটিসিএল এর আগত দলটিকে তাদের আবেদন উপস্থাপনের আহ্বান করেন।

৫(৫) জিটিসিএল এর প্রতিনিধি তাদের আবেদনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার যথাক্রমে ০.৪৭, ০.৭৩ ও ০.৭৫ টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইহা একটি উচ্চ বিনিয়োগ (capital intensive) অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিচালন কোম্পানী এবং ইহার বাস্তবায়িত পাইপলাইন সমূহের মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাসের ট্রান্সমিশন চার্জ দূরত্ব নির্বিশেষে অভিন্ন হলেও পাইপলাইন সমূহের বিনিয়োগ ব্যয় দূরত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। জিটিসিএল কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি গ্যাস সরবরাহ/বিক্রয় করে না বিধায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্যাস সরবরাহ/বিক্রয় সূত্রে জিটিসিএল প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। তবে সঞ্চালন ট্যারিফ বৃদ্ধিজনিত কারণে গ্রাহক/ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

৫(৬) কমিশনের চেয়ারম্যান জিটিসিএল এর কর্মপরিধি, ট্যারিফ পরিবর্তনের কারণ, পাইপলাইনের নিরাপত্তা, গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধির বিভাজন, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। কমিশনের সদস্যগণ ট্রান্সমিশন প্রকল্প অর্থনৈতিক না সামাজিক ভিত্তিতে নেয়া হয়, জানুয়ারি ২০১০ থেকে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ ঘনমিটারপ্রতি ০.২৯৫০ টাকা হতে ০.৩২০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণের ভিত্তি, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। জিটিসিএল এর প্রতিনিধি কিছু প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেন এবং অন্যগুলো শুনানি পরবর্তী মতামতে জানাবেন বলে উল্লেখ করেন।

৫(৭) TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে পেশ করে যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৪ এ দেয়া আছে।

৫(৮) এ পর্যায়ে জিটিসিএল এবং TEC এর জেরাপর্ব যথানিয়মে শুরু হয়। প্রথমে ক্যাব প্রতিনিধি জেরা শুরু করেন। তিনি WPPF এ অর্থ জমা ও বিভাজন, বার্ষিক সাধারণ সভার খরচ, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। জিটিসিএল এর প্রতিনিধি এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কিছু বিতরণ কোম্পানীর কাছে ট্রান্সমিশন পাইপলাইন আছে, এগুলো জিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনায় আসা যৌক্তিক কিনা ক্যাব প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে জিটিসিএল এর প্রতিনিধি তা যৌক্তিক বলে উল্লেখ করেন। ক্যাব প্রতিনিধি বলেন পেশকৃত তথ্যে দেখা যায় ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি জিটিসিএল এর প্রতি ঘনমিটার গ্যাস সঞ্চালন চার্জ ০.২৯৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ০.৩২০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়। তিনি বলেন সঞ্চালন চার্জ পুনর্নির্ধারণের এখতিয়ার বিইআরসি আইন মতে কেবলমাত্র বিইআরসি'র।

৫(৯) ড. নুরুল ইসলাম, সিপিবি প্রতিনিধি এবং কয়েকজন চেম্বার প্রতিনিধি জিটিসিএল এর প্রস্তাবের ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং জিটিসিএল এর প্রতিনিধি তা ব্যাখ্যা করেন। ড. নুরুল ইসলাম উল্লেখ করেন upstream এর কোনো রেগুলেটর নেই। তিনি আইন পরিবর্তন করে বিদ্যুতের ন্যায় গ্যাস এর bulk pricing এর ব্যবস্থা করার পক্ষে মতামত দেন।

অনুচ্ছেদ-০৬ ঃ শুনানি-পরবর্তী মতামত

৬(১) জিটিসিএল তাদের শুনানি-পরবর্তী মতামতে মূল আবেদনে দেয়া তথ্য এবং যুক্তিসমূহ পুনরায় তুলে ধরে। জিটিসিএল উল্লেখ করে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাবে প্রদর্শিত paid up capital ৭,০০০.০০ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে ডিভিডেন্ড বাবদ পেট্রোবাংলা/সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১,৩৫৩.১০ মিলিয়ন টাকা ৪ কিস্তিতে পরিশোধের নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ডিভিডেন্ড বাবদ পেট্রোবাংলা বরাবরে ১ম ও ২য় কিস্তিতে মোট ৬৭৬.৫৫ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং ৩য় কিস্তির অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাই এই খাতের খরচ বিবেচনা করা দরকার মর্মে জিটিসিএল উল্লেখ করে।

৬(২) জিটিসিএল জানায় তাদের বাস্তবায়িত সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি বড় অংশ দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুমোদিত ডিপিপিতে ১১.৫০%-১৭.৩৮% FIRR উল্লেখ আছে। দাতা সংস্থার aide memoire এবং কোম্পানীর নিরীক্ষিত হিসাবে FIRR ১০% উল্লেখ আছে। তাই জিটিসিএল এর আবেদনে গড়ে ১০% ROR ধরা হয়েছে। আবেদন অনুসারে সঞ্চালন ট্যারিফ বৃদ্ধি করা না হলে জিটিসিএল এর পক্ষে দাতা সংস্থা ও সরকারের ঋণের আসল ও সুদ, ডিভিডেন্ড এবং অন্যান্য মূলধনী খরচ মেটানো সম্ভবপর হবে না মর্মে জিটিসিএল জানায়।

৬(৩) জিটিসিএল-এর শুনানি-পরবর্তী মতামতে আরও জানায়, জিটিসিএল সাম্প্রতিক সময়ে ৭টি পাইপলাইন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এর মধ্যে ৫টি পাইপলাইন ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে সার্ভিসে আসলেও তা যাচাই বছর ২০১৩-২০১৪ তে হিসাবভুক্ত করা হয় নাই। অপর ২টি পাইপলাইন ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়ে সার্ভিসে এসেছে।

অনুচ্ছেদ-০৭ ঃ কমিশনের পর্যালোচনা

৭(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেওয়ার পর ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির ৯০(নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশনা আছে। তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানি-পরবর্তী মতামত, সকল শ্রেণির ভোক্তার ওপর মূল্যহার পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এবং গণশুনানিতে উঠে আসা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাড়তি তথ্য ও মতামত প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা অনিবার্য ছিল বলে কমিশন মনে করে।

৭(২) জিটিসিএল তাদের আবেদনে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ জানুয়ারি ২০১০ থেকে প্রতি ঘনমিটারে ০.৩২০০ টাকা বহাল আছে উল্লেখ করে। কমিশন ২০০৯ সালে বিইআরসি আদেশ নং ২০০৯/৮ এর মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে তা দিয়ে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' (GDF) গঠন করে। ঐ সময়ে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটারে ০.২৯৫০ টাকা ছিল। গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ ০.২৯৫০ থেকে ০.৩২০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো আদেশ কমিশন প্রদান করেনি। তাই এরূপ গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধি কমিশন আইন, ২০০৩ এর লঙ্ঘন।

৭(৩) জিটিসিএল সাম্প্রতিক সময়ে ৭টি পাইপলাইন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এর মধ্যে ৫টি পাইপলাইন ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে সার্ভিসে আসলেও তা যাচাই বছর ২০১৩-২০১৪ তে হিসাবভুক্ত করা হয় নাই। অপর ২টি পাইপলাইন ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়ে সার্ভিসে এসেছে উল্লেখ করা হয়। জিটিসিএল শুনানি-পরবর্তী মতামতে ৫টি পাইপলাইনের বিনিয়োগ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে হিসাবভুক্ত করার প্রস্তাব করায় তা সম্পদে অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করা যায়। অপর ২টি পাইপলাইনের বিনিয়োগ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে হিসাবভুক্তিকরণের বিষয়টি অনিশ্চিত থাকায় তা রাজস্ব চাহিদা নিরূপণে বিবেচনা করা যায় না।

৭(৪) রাজস্ব চাহিদা নিরূপণে জনবল এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি খাতে জিটিসিএল এর শুনানি-পরবর্তী মতামতে বর্ণিত ব্যয়, এবং অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের পরিবর্তে পূর্ববর্তী বছরসমূহে সঞ্চালনকৃত এনার্জির খরচ যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিয়মান হয়। মনোহরদী-ধনুয়া, বনপাড়া-রাজশাহী, তিতাস-এবি, শ্রীকাইল-এবি এবং বিবিয়ানা-ধনুয়া পাইপ লাইন প্রকল্পের মোট ২৫,৪৪১.২০ মিলিয়ন ব্যয়কে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নতুন সম্পদ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে উক্ত সম্পদসমূহের ওপর ০৬ মাসের ভারিত গড় ৩.১৩% হারে ৩৯৮.১৫ মিলিয়ন টাকা অবচয় খাতে খরচ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে। অপরদিকে, অন্যান্য আয় খাতে এফডিআর (Fixed Deposit Receipt) এর ওপর ১০% এর পরিবর্তে ৯.৫০% হারে এবং এসটিডি (Short Term Deposit) এর ওপর ৪.০০% হারে সুদ অন্তর্ভুক্ত অপরিহার্য বলে প্রতিয়মান হয়।

৭(৫) গ্যাস পরিমাপের একক হিসেবে কোথাও ঘনফুট (cubic foot) আবার কোথাও ঘনমিটার (cubic meter) এর ব্যবহার রয়েছে। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এ বিভ্রান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে অভিন্ন এককের ব্যবহার প্রচলন করা যায়।

৭(৬) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে জিটিসিএল-কে ব্যয় সাশ্রয়ী হতে হবে। তাই যানবাহন ক্রয় এবং বার্ষিক সাধারণ সভার খরচসহ সকল খরচের একটি সাশ্রয়ী মাত্রা নির্ধারণ করা বাঞ্চনীয়। শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল এবং কল্যাণ তহবিলের বিষয়ে শুনানিতে নানারকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া এসেছে। এসব তহবিলের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালন নিশ্চিতকরণ আবশ্যক মর্মে কমিশনের নিকট বিবেচিত হয়। বিষয়টিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের কোনটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা কমিশনের জানা প্রয়োজন।

৭(৭) কোম্পানীর ১০০% মালিকানা সরকারের। এ ব্যবসায় কোনো প্রতিযোগী নেই। তাই প্রচারের অজুহাতে বাড়তি খরচসমূহ পরিহার করা আবশ্যক মর্মে কমিশনের নিকট বিবেচিত হয়।

৭(৮) প্রাপ্ত তথ্যমতে জিটিসিএল-এর কাছে ব্যাংকে ৯,৪৪৫.০০ মিলিয়ন টাকা এফডিআর আছে। এতে বিভিন্ন খাতের অর্থ আছে। এ টাকা নিকট ভবিষ্যতে ব্যয়ের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা তা কমিশনের জানা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৮ ঃ রাজস্ব চাহিদা

জিটিসিএল এর আবেদন, TEC এর মূল্যায়ন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত, প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত বিশ্লেষণ এবং খরচের প্রাক্কলনের ভিত্তিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জিটিসিএল-এর সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা ৪,১৫০.৭৭ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করা হয়েছে যার বিভাজন নিম্নরূপঃ

খরচের খাত		রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
জনবল খরচ		৩০৫.২০
অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ		
অফিস, স্টেশনারি ও প্রিন্টিং খরচ	৫.০২	
টেলিফোন, টেলেক্স ও পোস্টেজ খরচ	৪.৪৯	
পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ খরচ	১৪.৮১	
যাতায়াত খরচ	৫.০৯	
অফিস ভাড়া	৫৫.৭৮	
এন্টারটেইনমেন্ট এক্সপেন্স ও অ্যালাউন্স	৩.২৫	
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা খরচ	২৯.৩০	
লিগ্যাল খরচ	৪.৪৬	
সিএনজি, পেট্রোল ও লুব্রেকেটিং খরচ	২১.৫৫	
অনৈমত্তিক শ্রমিকের মজুরী	২৩.১৮	
নিরাপত্তা খরচ	৯৮.০০	
অন্যান্য খরচ	৫০.১০	
		৩১৫.০৩
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ		৩৩.৪৭
পেট্রোবাংলা সার্ভিস চার্জ		৬০.০০
অবচয়		১,৪৮৬.৪৮
সুদ পরিশোধ		১৪৭.৬৬
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত ক্ষতি		১.০০
কর্পোরেট ট্যাক্স		৪৬৭.১৭
রিটার্ণ অন ইক্যুইটি		১,৩৩৪.৭৬
মোট		**৪,১৫০.৭৭**

TEC এর মূল্যায়নে জিটিসিএল-এর রাজস্ব চাহিদা মেটাতে প্রতি ঘনমিটারে ০.২০ টাকা আয় প্রয়োজন। তবে জনবল এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি খাতে জিটিসিএল এর শুনানি-পরবর্তী মতামতে বর্ণিত ব্যয়, অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের পরিবর্তে পূর্ববর্তী বছরসমূহে সঞ্চালনকৃত এনার্জির খরচ, এবং ০৫টি পাইপ লাইনের অবচয় ৩৯৮.১৫ মিলিয়ন টাকা অন্তর্ভুক্ত করায় জিটিসিএল-এর রাজস্ব চাহিদা মেটাতে প্রতি ঘনমিটারে ০.২১০৮ টাকা প্রয়োজন।

TEC এর মূল্যায়নে ঘনমিটারপ্রতি বিদ্যমান অন্যান্য আয় (কনডেনসেট ট্রান্সমিশন চার্জ, সুদ ও বিবিধ আয়) ০.০৭ টাকা। অন্যান্য আয় খাতে এফডিআর (Fixed Deposit Receipt) এর ওপর ১০% এর পরিবর্তে ৯.৫০% হারে এবং এসটিডি (Short Term Deposit) এর ওপর ৪.০০% হারে সুদ অন্তর্ভুক্ত করায় এ আয় ০.০৫৪৩ টাকা দাঁড়ায়। অন্যান্য আয় খাতে ০.০৫৪৩ টাকা আয় বিবেচনায় গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ ০.১৫৬৫ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৯ ঃ কমিশনের আদেশ

কমিশন আদেশ দিচ্ছে যে-

৯(১) যাচাইবর্ষ ২০১৩-২০১৪ এর ভিত্তিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জিটিসিএল-এর রাজস্ব চাহিদা ৪,১৫০.৭৭ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.১৫৬৫ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হলো। এ পুনর্নির্ধারিত গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

৯(২) বিইআরসি আইন, ২০০৩ লঙ্ঘন করে ১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পরিবর্তন করা হয় যা বাতিলযোগ্য। তবে জটিলতা এড়াতে ৩১ আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত এর ঘটনাত্তোর বৈধতা দেয়া হলো। এ ধরণের আইন বহির্ভূত কাজ পরিহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা হলো।

৯(৩) গ্যাস পরিমাপের একক (unit) হিসেবে ঘনমিটার (cubic meter) সকল পর্যায়ে ব্যবহৃত হবে।

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কমিশনের নির্দেশ

কমিশন নির্দেশ দিচ্ছে যে-

১০(১) জিটিসিএল শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল এবং কল্যাণ তহবিল এর অর্থ ব্যয় সংক্রান্তে শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের কোনটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার ওপর প্রতিবেদন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে কমিশনে পাঠাবে।

১০(২) জিটিসিএল employee pension/provident fund সহ অন্যান্য খাতে জমাকৃত এফডিআর এর খাতওয়ারী বিবরণী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে কমিশনে পাঠাবে।

১০(৩) জিটিসিএল উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির অব্যাহতি পরেই দ্রুত Project Completion Report (PCR) সম্পন্ন করে উক্ত প্রকল্প রাজস্বখাতে হিসাবভুক্ত করবে।

১০(৪) জিটিসিএল সকল সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্সড অ্যাসেট (fixed asset) রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে এবং অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে। এতে সম্পদের বিবরণ, অবস্থান, সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, acquisition মূল্য, হিসাবে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, আয়ুষ্কাল, অবচয়ের হার, অবচয়ের পরিমাণ, রিটায়ারমেন্ট, ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

১০(৫) জিটিসিএল সকল খরচে সাশ্রয়ী হবে।

১০(৬) জিটিসিএল আয়-ব্যয় সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন regulatory review এর উদ্দেশ্যে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর কমিশনে দাখিল করবে।

29/08/2015
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

29/8/2015
(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

29/8/15
(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

29/8/2015
(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

29/8/2015
(এ আর খান)
চেয়ারম্যান